শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সটিটিউট

শ্রেণি- চতুর্থ

বিষয়- বাংলা

I Answer sheet of First Treminal Test

১।ক) লেখক মণীন্দ্র গুপ্ত

খ) ছাগলছানা

গ) পাকোয়া

২।ক)।) মণীন্দ্র গুপ্তের লেখা "অ্যাডভেঞ্চার: বর্ষায়" গল্পে লেখকের সেজোপিসিমার মেয়ের কথা বলা হয়েছে।

।।) সেজোপিসিমার মেয়ে ছিল খুব ডানপিটে। সে কোমরে শক্ত করে কাপড় পেঁচিয়ে ভাইদের আগে গাছে উঠে যেত, মারামারি বাঁধলে দলবেঁধে লড়ত।তার এই দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য তাকে টমবয় বলা হয়েছে।

খ)।) সুকুমার রায়ের লেখা "যতীনের জুতো" গল্পে যতীন সিঁড়ির নীচে শুয়ে ছিল।

।।) যতীনের হাঁটাচলা ছিল অস্থির প্রকৃতির।সে সিঁড়ি লাফিয়ে, ডিঙিয়ে ওঠানামা করত।এইরকম ভাবে নামতে গিয়েই একদিন সে হোঁচট খেয়ে সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফেরার পর সে দেখেছিল যে, সে সিঁড়ির নীচে শুয়ে আছে।

SRAI

গ)।) গোলাম মোস্তাফার লেখা "বনভোজন" কবিতায় " তাদের " বলতে নূরু, পুষি, আয়ষা ও শফিদের বোঝানো হয়েছে।

।।) তারা বৈশাখ মাসের দুপুরে বাবা-মায়ের অলক্ষ্যে আমবাগানে মিছিমিছি বনভোজন করছিল। তাদের রান্নার উপকরণও ছিল সব নকল। তাই খেলার ছলে আগুন ছাড়াই তাদের রান্না সম্ভব হয়েছিল

ঘ)।) প্রসাদরঞ্জন রায়ের লেখা " বনের খবর " গল্পে লেখকের সঙ্গে জমি জরিপের কাজে যারা লুশাই পাহাড়ে গিয়েছিল, সেই লোকজনদের কথা বলা হয়েছে।

।।)লুশাই পাহাড়ের ঘন বনে পথ ছিল না। দশ-বারোজন লুশাই কুলিকে বন কেটে পথ বানাতে হত তবে বাকিরা এগোতে পারত। কাজটা খুবই কষ্টকর ছিল।একদিন তারা বুনো হাতিদের চলাচল করার ফলে আপনাআপনি তৈরি হওয়া পনেরো-কুড়ি ফুট চওড়া একটা রাস্তা পেল। তখন আর তাদের বন কাটতে হল না, কষ্ট ও কমল।থাই তাদের খুব মজা হল।

ঙ)।)সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা "দূরের পাল্লা " কবিতায় কলসির বক্ বক্ শোনার কথা বলা হয়েছে

।।)গ্রামের বউরা নদীতে ফাঁকা কলসি নিয়ে জল ভরতে যায়।কলসিতে জল ভরার সময়ে বক্ বক্ করে একরকম শব্দ উৎপন্ন হয়। কবি কল্পনা করেছেন, কলসি যেন তার অনেক না বলা কথা অনর্গল বক্ বক্ করে বলে চলেছে।

৩। ভয়ে, নিশ্চয়, খেতে, আর

৪। ক) উষ্মা বর্ণ স- কারণ স-এর উচ্চারণ যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ বাড়ানো যায়।

খ)তবু/ তাও

গ) উদ্দেশ্য- ফুলপাখিরা সব

ঘ) জেলে বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে।

ঙ) মুচি বলল, "সে কী! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না। "

চ), ছ), জ) -এর উত্তরের জন্য নবোদয় ব্যাকরণ বই দ্রষ্টব্য

SRAI